**বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক-এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রাম, শনিবার, ২৪ কার্তিক ১৪২১, ০৮ নভেম্বর ২০১৪।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

 আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ‘জহুরুল হক ঘাঁটি’র ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়াই শুধু একটি এ্যালুয়েট হেলিকপ্টার, একটি ডিসি-৩ এবং একটি অটার বিমান নিয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দুঃসাহসিক বৈমানিককেরাই প্রথম বাংলার আকাশ সীমানায় প্রবেশ করে শত্রুর স্থাপনার উপর সফলভাবে আঘাত হানে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটিমাত্র এ্যালুয়েট হেলিকপ্টার ও অটার বিমানের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে চল্লিশটিরও বেশী সফল আক্রমণ পরিচালনা করে-যা ছিল আমাদের বৈমানিকদের অসাধারণ দক্ষতার নজির।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাগণ সেক্টর কমান্ডারের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন। বিমান বাহিনীর সদস্যদের এ সাহসিকতাপূর্ণ অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

আমি বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে বিমান বাহিনী সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমি স্মরণ করছি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত অকুতোভয় সার্জেন্ট জহুরুল হককে যার নামানুসারে এ ঘাঁটির নামকরণ করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

 স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি দক্ষ ও চৌকস বিমান বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিমান বাহিনীর জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিদেশ থেকে আধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহ করেন। জাতির পিতার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয় তৎকালীন অত্যাধুনিক সুপারসনিক জঙ্গী বিমান MiG-২১।

দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা, সমুদ্রসীমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ও দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়গুলি বিবেচনায় এনে জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই এই বিমান ঘাঁটির গোড়াপত্তন করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এমআই-৮ হেলিকপ্টার ও AN-২৪ বিমান দিয়ে এই ঘাঁটির ১ এবং ৩ নম্বর স্কোয়াড্রন পরিচালনা করা হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এই ঘাঁটি থেকে এমআই-৮ এবং Bell-২১২ হেলিকপ্টারের সাহায্যে ‘অপারেশন দাবানল’ পরিচালিত হয়। যা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। চুক্তি পরবর্তী শান্তি রক্ষায় শুরু থেকে অদ্যাবধি এ ঘাঁটি থেকে ‘অপারেশন উত্তরণ’ পরিচালিত হচ্ছে।

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র বিজয়ের বিশাল অর্জনে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবদান রয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক এবং বাংলাদেশ ও ভারতের আইনজীবীদের নিয়ে গভীর সমুদ্রে ২৯ ঘন্টা উড্ডয়ন করে সমুদ্রসীমা নির্ণয়ে বিমান বাহিনী সহায়তা করেছে ।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উন্নয়নে অবদান রেখেছে। ১৯৯৬ সালে আমরা বিমান বাহিনীতে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান MiG-২৯ সংযোজন করি। এছাড়া সুপরিসর সি-১৩০ পরিবহণ বিমান এবং উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র‌্যাডার স্থাপন করা করা হয়।

২০০৯-২০১৩ মেয়াদে আমরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। চীন থেকে ১৬টি যুদ্ধবিমান রাশিয়া থেকে ৩টি Mi-১৭১ হেলিকপ্টার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আমরা কক্সবাজারে একটি বিমান ঘাঁটি স্থাপন করেছি। এই ঘাঁটিতেই সংযোজন করা হয়েছে বিমান বাহিনীর জন্য প্রথমবারের মত Surface to Air Missile System.

বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু-তে ‘বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদ্ধার ও নিরাপত্তা পরিচালনার জন্য দুটি অত্যাধুনিক মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ হেলিকপ্টার AW-১৩৯ অতিশীঘ্রই বিমান বাহিনীতে সংযোজন করা হবে যা এই ঘাঁটি থেকে পরিচালিত হবে।

বিমান বাহিনীর শিক্ষানবিশ বৈমানিক ও অন্যান্য শিক্ষানবিশ অফিসারদের গবেষণা ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিমান বাহিনী একাডেমী, যশোরে “বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স” স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিমান বাহিনীতে নতুন নতুন ইউনিট স্থাপনের ফলে জনবল বৃদ্ধি পাচ্ছে। পদোন্নতির পথ সুগম হচ্ছে। বিমান বাহিনীর সদস্যদের মনোবল ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈমানিকদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কার্যকরভাবে দেশের কাজে লাগানোর জন্য তাঁদের চাকুরির মেয়াদ আমরা বৃদ্ধি করেছি। পদবীর সাথে সঙ্গতি রেখে বিমান সেনাদের চাকুরির মেয়াদও আমরা পুনঃনির্ধারণ করেছি।

বিমান বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার এবং শতভাগ সদস্যকে কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী করার জন্য বিমান বাহিনীতে আইটি পরিদপ্তর গঠন করা হয়েছে। আমরা মৌলভীবাজার জেলার শমসেরনগর ও টাঙ্গাইল জেলার পাহাড় কাঞ্চনপুরে দুটি নতুন বিএএফ শাহীন কলেজ স্থাপন করেছি। এরফলে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এলাকার ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

আমরা “ফোর্সেস গোল-২০৩০” এর আলোকে বিমান বাহিনীকে একটি যুগোপযোগী, চৌকস বাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।

আমার বিশ্বাস, আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশ ও জাতির উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরও সক্রিয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

 আপনারা জানেন একটি দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। এজন্য সেনা ও নৌ বাহিনীর উন্নয়নকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। গত মেয়াদে সেনা ও নৌ বাহিনীর আধুনিকায়নে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র জয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমূদ্র সীমার উপর আমাদের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল সমুদ্রসম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল এ সমুদ্র সীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু আহরণের স্বার্থে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সামর্থ্য বৃদ্ধির সকল পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করে চলেছি।

আমরা আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে দেশের প্রতিটি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন বাস্তবায়ন করছি। আমি আশা করি, আমাদের দেশপ্রেমিক সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকাকে বিশ্বের বুকে সমুন্নত রাখবে। বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে তুলে ধরবে।

প্রিয় বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

পেশাগত দক্ষতা অর্জন আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দক্ষতা একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে তেমনি সংগঠনের জন্য বয়ে আনে সুনাম ও মর্যাদা। আপনাদের গড়ে উঠতে হবে দক্ষ এবং আদর্শ বিমানসেনা হিসেবে। এ জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রশিক্ষণ ও কঠোর পরিশ্রম। পাশাপাশি, আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে, স্বাধীনতার জন্য লক্ষ প্রাণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস।

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের কল্যাণ ও এই বাহিনীর উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বিমান বাহিনীকে আরও আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৌশলগত দিক থেকে একটি সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

আজকের এই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আমি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সকল সদস্যের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---